# ছাগল পালন

## ড. শান্তনু বেরা

সহ অধ্যাপক

পশ্চিম বঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

কোলকাতা - ৭০০০৩৭

- ছাগল পালন গরিব ও ভূমিহীন লোকের অত্যন্ত প্রিয়
- ছাগলকে গরিব লোকের গরু আখ্যা দেওয়া হয়
- এতে মূলধন ও জায়গা খুব কম লাগে
- এতে ঝুঁকি কম অথচ লাভ সুনিশ্চিত
- এতে পারিবারিক শ্রমের পূর্ণ ব্যবহার করা যায়
- পরিচর্যা ঠিকমতো করলে এতে রোগ-ব্যাধিও খুব একটা বেশী হয় না

- আমাদের রাজ্যে ছাগল প্রধানত মাংসের জন্য পালন করা হয়ে থাকে
- বাংলার কালো ছাগল মাংসের জন্য খুব বিখ্যাত
- এর মাংস পুষ্টিকর এবং খুব সুস্বাদু, চামড়া জগৎ বিখ্যাত
- এই ছাগলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট
- এই ছাগল বছরে দুবার এবং একসঙ্গে ২-৩টি, কখনো ৪টি করে বাচ্চা দিয়ে থাকে
- খাবারে ব্যাপারে তেমন কোনো বাছবিচার নেই
- মুক্তাঙ্গন পদ্ধতিতে অর্থাৎ ছেড়ে ছাগল পালন করলে খাবারের জন্য বাড়তি খরচা খুব একটা করতে হয় না

- আজকাল ব্যবসাভিত্তিতে ছাগল চাষ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে
- এতে মূলধন খুব তাড়াতাড়ি উঠে আসে

- ছাগল চাষ বেকার সমস্যা সমাধানে এবং কর্মসংস্থানের একটা নতুন দিশারী হয়ে উঠেছে
- আর তাদের পালন ও পরিচর্যা বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে হলে লাভ আরো বেশী করে সুনিশ্চিত হবে

# ছাগলের ঘর

- ছাগলের থাকার জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখতে হবে
- ঘরে স্বাভাবিক আলো বাতাস চলাচল ব্যবস্থা করতে হবে
- বৃষ্টি ও ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে
- প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ছাগলের জন্য ১০ বর্গফুট (৪ফুট লম্বা ও ২.৫ফুট চওড়া) জায়গা দরকার
- একটি ৬০০ বর্গফুটের ঘরে ৬০টি প্রাপ্তবয়স্ক ছাগল রাখা যায়
- বাচ্চা ছাগলকে আলাদা ঘরে রাখা উচিত
- প্রতিটি বাচ্চা ছাগলের জন্য ৪ বর্গফুট জায়গা দরকার
- একটি ৩০০ বর্গফুটের ঘরে ৭৫টি বাচ্চা ছাগল রাখা যায়

- ছাগলকে মাঠে চরানো হলে এদের জন্য আলাদা আর কোনো ফাঁকা জায়গার দরকার হয় না, অন্যথায় ঘর সংলগ্ন কিছুটা ফাঁকা জায়গা দরকার
- ঘরের মেঝে মাটির বা ইঁট ও সিমেন্টর তৈরি হতে পারে
- প্রতিদিন মলমূত্র ২-৩ বার পরিস্কার করতে হবে

- ছাগল উঁচু জায়গায় থাকতে বেশী পছন্দ করে বলে মেঝে মাটি থেকে ২-৩ ফুট উঁচুতে কাঠের পাটাতনে করা যেতে পারে
- দুই পাটাতনের মাঝে ১ থেকে ১.৫ ইঞ্চি ফাঁক রাখতে হবে যাতে মলমূত্র নিচে পড়ে যায়
- এতে রোজ ঘর পরিস্কার করার দরকার হয় না
- মাঝে মাঝে পাটাতনের নিচে জমা মলমূত্রের সঙ্গে চুন মিশিয়ে তার সঙ্গে কিছু কুচানো খড় মিশিয়ে দিলে ধীরে ধীরে ভালো জৈব সারে পরিণত হয়

# ব্যবসাভিত্তিক ছাগল চাষ করার জন্য-

- প্রাপ্তবয়স্ক ছাগীর জন্য শেড - জায়গা দরকার ছাগী প্রতি ১০ বর্গফুট
- প্রাপ্তবয়স্ক ছাগের জন্য শেড - জায়গা দরকার ছাগ প্রতি ১২ বর্গফুট
- প্রজনন শেড - ১০০ বর্গফুটের ঘর
- কোয়ারেন্টাইন শেড - ২০০ বর্গফুটের ঘর, অন্যান্য ঘর থেকে এটি দূরে হওয়া চাই
- নার্সিং ইউনিট- - ১০০ বর্গফুটের ঘর
- খাবার রাখার এবং খাবার বানানোর ঘর - নিজের প্রয়োজন মত

# ছাগলকে খাওয়ানোর ব্যবহারিক দিক-

- মাঠে ছেড়ে ছাগল পুষলে আলাদা করে খাবারের খুব একটা যোগান দিতে হয় না, প্রয়োজনীয় খাবারের ৮০ শতাংশ ওরা নিজেরাই যোগার করে নেয়, সামান্য পরিমান দানা জাতীয় খাবার দিলেই হয়

- ছাগল লতাপাতা ঝুলে ঝুলে খেতে (ব্রাউজিং) পছন্দ করে

- তন্তু জাতীয় (রাফেজ) খাবার ছাগল খুব খায় - যেমন কাঁঠাল, সুবাবুল, পিপুল, আম, জাম, নিম, বাবলা, অশ্বত্থ, বট, তুঁত বা মালবেরীর পাতা

- ঝোঁপঝাড় ও গুল্মজাতীয় গাছের পাতা (যেমন- কুল, করঞ্জা, জবা, গোলাপ ইত্যাদি)
- মটরশুঁটি,ফুলকপি ও বাধাকপির পাতা, পালং, মুলো ও অন্যান্য সবজীর না খাওয়া অংশ

- বারসীম, লুসার্ন, বরবটি, গ্যামা বা জোয়ার, ভুট্টা, প্যারা ঘাস, নেপিয়ার ঘাস, দুর্বা ঘাস, মোথা, অঞ্জন, সেনজি, গাইমুগ প্রভৃতি পুষ্টিকর সবুজ ঘাস বা শুকনো ঘাস (যেমন- জই-এর 'হে'), অরহর ভুসি, বিচালি ইত্যাদি

নেপিয়ার

নেপিয়ার

ভুট্টা

প্যারা ঘাস

প্যারা ঘাস

জোয়ার

প্যারা ঘাস

গাইমুগ

ফডার হে

ফডার হে

নেপিয়ার

লুসার্ন

Cumbu napier

নেপিয়ার

- এছাড়া দানাজাতীয় সুষমখাদ্যও খাওয়ানো যায়

- দানাখাদ্য ছাগলের বয়স অনুযায়ী তিন রকমের হয়ে থাকে-

১. কিড স্টার্টার (বাচ্চা ছাগলের জন্য)

২. গ্রোয়ার ফিড (বাড়ন্ত ছাগলের জন্য)

৩. ছাগলের সাধারণ দানা খাদ্য

# ১. কিড স্টার্টার (বাচ্চা ছাগলের জন্য)

| খাদ্য উপাদান | শতকরা অংশ |
|---|---|
| ভুট্টা ভাঙ্গা | ২২ |
| ছোলা ভাঙ্গা | ২০ |
| বাদাম খোল | ৩৫ |
| গমের ভুসি | ২০ |
| খনিজ পদার্থের মিশ্রন | ২.৫ |
| খাদ্য লবণ | ০.৫ |

# ২. গ্রোয়ার ফিড (বাড়ন্ত ছাগলের জন্য)

| খাদ্য উপাদান | শতকরা অংশ |
|---|---|
| ভুট্টা ভাঙ্গা | ২০ |
| ছোলা ভাঙ্গা | ৩২ |
| বাদাম খোল | ১৫ |
| গমের ভুসি | ৩০ |
| খনিজ পদার্থের মিশ্রন | ২.৫ |
| খাদ্য লবণ | ০.৫ |

# ৩. ছাগলের সাধারণ দানা খাদ্য

| খাদ্য উপাদান | শতকরা অংশ খাদ্য- ১ | শতকরা অংশ খাদ্য-২ | শতকরা অংশ খাদ্য-৩ |
|---|---|---|---|
| ভুট্টা ভাঙ্গা | ২৫ | ১৫ | ২৫ |
| গমের ভুসি | ২০ | ২০ | ২০ |
| বার্লি | - | ১০ | ১০ |
| জই | ১০ | ১০ | - |
| ছোলা ভাঙ্গা | ১০ | ১০ | - |
| বাদাম খোল | ২০ | ২০ | ১০ |
| ছোলা বা অরহর চুর্নি | ১০ | ১০ | ১০ |
| ঝোলা গুড় | ২ | ২ | ২ |
| খনিজ পদার্থের মিশ্রন | ২.৫ | ২.৫ | ২.৫ |
| খাদ্য লবণ | ০.৫ | ০.৫ | ০.৫ |

# বাচ্চা ছাগলের বিভিন্ন বয়সে প্রয়োজনীয় খাদ্যের তালিকা-

| বয়স | আনুমানিক ওজন (কেজি) | কতটা খাওয়াতে হবে | | |
|---|---|---|---|---|
| | | দুধ (গ্রাম) | কিডস্টার্টার (গ্রাম) | সবুজ ঘাস (গ্রাম) |
| জন্ম থেকে ৫ দিন | ১.৫-২.০ | গাঁজলা দুধ | - | - |
| ৬ দিন থেকে ১ মাস | ২.০-৩.০ | ৩০০-৫০০ | অল্প পরিমাণ | অল্প পরিমাণ |
| ১ থেকে ২ মাস | ৩.০-৫.০ | ৪০০-৫০০ | ৫০- ১০০ | অল্প পরিমাণ |
| ২ থেকে ৩ মাস | ৫.০-৭.৫ | ৩৫০-৫০০ | ১০০- ১৫০ | ২৫০ |
| ৩ থেকে ৪ মাস | ৭.৫- ১০.০ | - | ২০০-২৫০ | ২৫০ |
| ৪ থেকে ৬ মাস | ১০.০- ১২.০ | - | ২৫০-৩০০ | ৭৫০ |

❖বাড়ন্ত ছাগলকে ছেড়ে পালন করলে তন্তুজাতীয় খাদ্যের অধিকাংশই মাঠে চড়ে যোগাড় করে নেয়

❖সেক্ষেত্রে মাথা পিছু ১০০-১৫০ গ্রাম দানাজাতীয় গ্রোয়ার ফিড দিলেই চলে

❖আবদ্ধ অবস্থায় হলে ২-৩ কেজি সবুজ ঘাসও খেতে দিতে হবে

❖গর্ভাবস্তার শেষ দু-মাসে ছাগলকে রোজ ২০০ গ্রাম করে সাধারণ দানাজাতীয় খাদ্য খাওয়াবে

❖গর্ভাবস্তার শেষ সপ্তাহে দানাজাতীয় খাদ্য কিছুটা কমিয়ে সবুজ ঘাসের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে খাওয়াবে

❖প্রতি কেজি দুধ উৎপাদনের অতিরিক্ত ৩৫০ গ্রাম সাধারণ দানা জাতীয় খাদ্য বা ১ কেজি করে পুষ্টিকর সবুজ ঘাস খাওয়াবেন

❖প্রজননের জন্য ব্যবহৃত পাঁঠা ছাগলকে প্রজনন ঋতুতে সবুজ ঘাস ছাড়াও রোজ ৪০০ গ্রাম করে সাধারণ দানাজাতীয় সুষমখাদ্য খাওয়াবে

# পাস্‌চার গ্রেজিং:

- ছাগলকে পশুচারণ ভুমিতে চড়িয়ে খাওয়ানোকে পাস্‌চার গ্রেজিং বলে
- ১টি ছাগল দিনে ৮-৯ ঘন্টা চড়তে পারলে তার বেঁচে থাকার জন্য এক-একটি ছাগলের জন্য প্রতিদিন ২ বর্গমিটার পশুচারণ ভুমির দরকার হয়
- প্রতি বর্গমিটার থেকে ছাগল ১-২ কেজি ঘাস পেতে পারে

## পশুচারণ ভুমিতে স্বাভাবিকভাবে যে ঘাসগুলি জন্মায় সেগুলি হল ট্র

- ✓দুর্বা, মুথা, অঞ্জন, শ্যামা প্রভৃতি
- ✓এছাড়া অধিক প্রোটিনযুক্ত কিছু ঘাস যেমন- সিরাট্রো, সেন্ট্রো, স্টাইলো প্রভৃতি চাষ করে পশুচারণভুমি °তেরী করা যায়
- ✓পুকুরপাড়ে বা অনবাদী উঁচু জমিতে কাঁঠাল, সুবাবুল গাছ লাগাতে পারেন
- ✓জলাজমিতে পুকুরের পাড়ে, আলিতে প্যারা ঘাস লাগাতে পারেন

# ছাগলের প্রজনন:

✓বাংলার কালো ছাগীকে ১০ মাস বয়সেই প্রথম প্রজনন করানো যায়

✓পাঁঠা ৬ মাস বয়সে প্রজননের ইচ্ছা প্রকাশ করে

✓তবে ১.৫-২ বছরের কম বয়সে পাঁঠাকে প্রজননে ব্যবহার না করাই ভালো

✓প্রজননের জন্য ১০টি ছাগী পিছু একটি পাঁঠা রাখা প্রয়োজন

✓উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যা করলে একটি ছাগী ৫-৭ বছর এবং পাঁঠাকে ৩-৫ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়

✓তবে একটি পাঁঠাকে একটি খামারে ১ বছরের বেশি প্রজননের কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়

# গরম হলে কখন পাল খাওয়াবেন ?

✓স্ত্রীছাগল ১৮-২১ দিন অন্তর গরম হয় এবং ১-২ দিন গরম থাকে

✓গরম হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাবার ১০-১২ ঘন্টার মধ্যে পাল খাওয়ানো উচিত

# গরম হওয়ার লক্ষণ:

- ✓ চঞ্চল হয়ে উঠে
- ✓ খাওয়া কমিয়ে দেয়
- ✓ থেকে থেকে ডেকে উঠে
- ✓ ঘন ঘন লেজ নাড়ে
- ✓ যোনিদ্বার লাল ও ফোলা হয়
- ✓ যোনিদ্বার দিয়ে নারকেল তেলের মত পরিস্কার পিচ্ছিল পদার্থ নিঃসৃত হয়
- ✓ গরম হলে অন্য ছাগলের উপর ওঠার চেষ্টা করে বা অন্য ছাগল গরম হওয়া ছাগীটির উপর ওঠার চেষ্টা করে
- ✓ গর্ভাবস্থায় ছাগী গরম হয় না

# গর্ভধারণ কাল ঃ

✓ গড়ে ১৫০ দিন বা ৫ মাস

✓ অবশ্য এর ৫-৭ দিন আগে পিছে বাচ্চা প্রসব করতে পারে

# প্রজননে কোন ধরনের পাঁঠা ব্যবহার করবেন ?

✓ পাঁঠার বংশ পরিচয় জানবেন

✓ কমপক্ষে পাঁঠাটির পিতা ও মাতার উৎপাদন ক্ষমতা, বৃদ্ধি ও কয়টি করে বাচ্চা দেয়- এই তথ্যগুলি অবশ্যই জেনে পাঁঠা নির্বাচন করবেন

# প্রজননক্ষম পাঁঠার লক্ষণঃ

- ✓ পাঁঠা প্রাণোচঞ্চল, শক্তিশালী ও বলিষ্ট হওয়া উচিত
- ✓ দেহের গঠন পেশীবহুল, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হবে
- ✓ চামড়া নরম ও আলগা হবে
- ✓ দেহের আবরন চকচকে ও উজ্জ্বল হবে
- ✓ বুকের খাঁচা বেশ চওড়া হওয়া প্রয়োজন
- ✓ পা শক্ত ও বলিষ্ট হবে
- ✓ পাঁঠার সামনের দিক ভারী কিন্তু পিছনের দিক তুলনা মুলকভাবে হালকা হওয়া উচিত
- ✓ অন্ডকোষ দুটি একই আকারের, নরম ও স্বাভাবিক হওয়া দরকার
- ✓ পাঁঠার চাল-চলন ও স্বভাব শান্ত প্রকৃতির হওয়া দরকার

প্রজননক্ষম পাঁঠা

# প্রজননক্ষম পাঁঠা

প্রজননক্ষম পাঁঠী

# প্রজননক্ষম পাঁঠী

# ছাগলের বয়স নির্ণয়ের তালিকা ঃ

| বয়স | কৃন্তক দাঁতের অবস্থা |
|---|---|
| ১ বছর | সমস্ত অস্থায়ী কৃন্তক দাঁত উঠে যায় |
| ১ বছর ২ মাস | অস্থায়ী ১ম জোড়া কৃন্তক দাঁত ভাঙ্গে ও স্থায়ী দাঁত ওঠে |
| ৩ বছর | অস্থায়ী ২য় জোড়া কৃন্তক দাঁত ভাঙ্গে ও স্থায়ী দাঁত ওঠে |
| ৪ বছর | অস্থায়ী ৩য় জোড়া কৃন্তক দাঁত ভাঙ্গে ও স্থায়ী দাঁত ওঠে |
| ৫ বছর | অস্থায়ী প্রান্তিক কৃন্তক দাঁত ভাঙ্গে ও স্থায়ী দাঁত ওঠে |

# গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের সময় স্ত্রী ছাগলের যত্নঃ

✓বাচ্চা দেওয়ার ১.৫ -২ মাস আগে থেকে গর্ভবতী ছাগলকে অতিরিক্ত খাদ্য দিতে হবে

✓খাদ্যের সঙ্গে ভিটামিন প্রোটিন ও খাওয়াবেন

✓কোষ্ঠকাঠিণ্য যাতে না হয় সেজন্য প্রসবের সপ্তাহখানেক আগে থেকে ঘাস, গাছের পাতা প্রভৃতি তন্তুজাতীয় খাদ্য ছাগলকে ঠিক মতো খাওয়াবেন

✓প্রসবের সপ্তাহখানেক আগে গর্ভবতী ছাগলকে অন্যান্য ছাগলদের থেকে আলাদা করে প্রসব ঘরে রাখবেন

✓প্রসব ঘরে ছাগল ঢোকানোর আগে তা খুব ভালো করে পরিস্কার করে জীবানুনাশক দিয়ে শোধন করে রাখবেন

✓ঘরের মেঝেতে শুকনো নরম খড় বিছিয়ে দিলে ভালো হয়

✓প্রসবের ২-৩ দিন আগে থেকেই পালান প্রতিদিন একটু করে মালিশ করে দিলে প্রসবের পর বাচ্চা ঠিক মতো দুধ পায়

✓পালান রোজ ২ বার পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যুক্ত জলে (১ ঃ ১০০০ ) ধুয়ে দিলে ভাল হয়

✓বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর পর প্রতি বার ১টি নরম কাপড় দিয়ে পালান ও বাঁট ঢেকে দিলে জীবাণু সংক্রকনের ভয় অনেকটা কমে যায়

✓নির্জনস্থানে নির্দিষ্ট ঘরে প্রসবের ব্যবস্থা করা উচিত

✓প্রসব সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট থেকে ৬ ঘন্টা

- প্রসবের পর ফুল বের হয়ে গেলে তা ফেলে দিতে হবে, অন্যথায় ছাগল খেয়ে অসুস্থ হতে পারে
- প্রসবের ২৪ ঘন্টা পরেও যদি ফুল না পড়ে তাহলে ডাক্তার ডাকা উচিত

- ফুল প্রস্বাবদ্বার থেকে ঝুলে থাকলে হালকাভাবে টেনে দেখতে হবে সহজে বেরিয়ে আসছে কিনা
- যদি সহজে বের না হয় তাহলে জোরে টানা উচিত নয়
- সেক্ষেত্রে অক্সিটোসিন ইনজেকশন দিলে ফুল বেরিয়ে আসে
- জীবানু সংক্রমন হলে অ্যান্টিবায়োটিক দিবে
- প্রসবের পর মা-ছাগলের খাবারের দিকে যত্ন নিতে হবে
- যথেষ্ট পরিমানে জল খাওয়াতে হবে
- গর্ভাবস্থার শেষ মাসে ছাগল অনেক সময় খাবারে অনিহা, শুয়ে থাকা, পা-ফুলে যাওয়া ও শ্বাস-প্রশ্বাসে মিষ্টি গন্ধ এসব লক্ষণ সমন্বিত প্রেগনেন্সি টক্সিমিয়াতে ভোগে
- এক্ষেত্রে প্রোপাইলিন গ্লাইকল ৫০ মিলি সকাল বিকাল খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়

# নবজাত ছাগ-বাচ্চার যত্ন ঃ

✓বাচ্চার নাক, চোখ, মুখ ও শরীরের অন্যান্য অংশে লেগে থাকা শ্লেষ্মা শুকনো কাপড় দিয়ে পরিস্কার করবে

✓নাকের ভিতর শ্লেষ্মা জমে থাকার জন্য আনেকসময় স্বাভাবিক শ্বাসকার্য শুরু হয় না

✓সেক্ষেত্রে পিছনের পা দুটি ধরে ছাগ-বাচ্চাকে তুলতে হবে যাতে মাথাটা নিচের দিকে হয় এবং শ্লেষ্মা বেরিয়ে যায়

✓এছাড়া নাকের ফুটোয় খড়ের টুকরো দিয়ে আলতোভাবে স্পর্শ করলে ছাগ-বাচ্চার হাঁচি হয় এবং নাকের ভিতর জমে থাকা শ্লেষ্মা বেরিয়ে যায়

✓নাভিরজ্জু দেহ থেকে ২.৫ সেমি রেখে তা পরিস্কার ও জীবানমুক্ত ব্লেড বা কাঁচি দিয়ে কেটে টিংচার আয়োডিন দু-তিন ধরে লাগাবেন

✓শীতকালে প্রসব হলে আগুন জ্বালিয়ে বা ইলেকট্রিক বাল্বের সাহায্যে গরম রাখার ব্যবস্থা করবেন

✓চটের বস্তার মধ্যে খড় ভরে গদি মতো করে তার উপর বাচ্চাগুলিকে রাখবেন

✓বাচ্চা হওয়ার পর মা-ছাগলের বাঁট ও পালান ১ গ্রাম পটাসিয়াম পারমংঙ্গানেওট ১ লিটার জলে গুলে তা দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে

✓পরি×কার শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে গাঁজলা দুধ খাওয়াবেন

✓জন্মাবার আধঘন্টা পর থেকে ৫ দিন পর্যন্ত অবশ্যই গাঁজলা দুধ খাওয়াবেন

➤সাধারণত ২-৩ মাস বয়সে বাচ্চাগুলিকে মা-ছাগল থেকে আলাদা করে নিবেন

➤খামারে ছাগলের ঠিকমতো হিসাব রাখা, খাদ্য খাওয়ানো, ঔষধ খাওয়ানো ইত্যাদি কাজের সুবিধার জন্য সনাক্তকরণ খুবই জরুরী

➤১ সপ্তাহ বয়সে কানে ছাপ মেরে বা ট্যাটোইং করে ছাগলের সণাক্তকরণ করা হয়

805
300
300
101

# সনাক্তকরণ

# খাসি করা ঃ

✓২ মাস বয়সে অস্ত্রোপচার করে বা বার্ডিঞ্জোর ক্যাস্ট্রেটর দিয়ে খাসি করা হয়

✓খাসি করা ছাগলের বৃদ্ধি ও মাংসের স্বাদ ভাল হয়, পাঁঠা পাঁঠা গন্ধ আর থাকে না

# শৃঙ্গহীন করা ঃ

- ✓ খামারে অনেকগুলো ছাগল একসঙ্গে থাকলে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে আহত হতে পারে
- ✓ তাই বাচ্চা অবস্থাতেই শৃঙ্গহীন করা ভাল
- ✓ কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশ স্টিক ব্যবহার করে শৃঙ্গহীন করা হয়

# ছাগলের স্বাস্থ্যরক্ষা ঃ

- ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে কৃমি, কক্সিডিওসিস, নিউমোনিয়া, পি-পি-আর প্রভৃতি রোগে ছাগল আক্রান্ত হয়
- তাই বাসস্থান ও আসপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখবেন
- খাবারের ও জলের পাত্র পরিস্কার রাখবে
- পাত্রগুলি সপ্তাহে দু-তিন দিন পটাশিয়ামযুক্ত জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিবেন
- বর্ষার আগে ও পরে ছাগলকে কৃমির ঔষধ খাওয়াবেন
- মল পরীক্ষা করে কৃমির ঔষধ খাওয়ানো ভাল
- উকুন বা এঁটুলি মারার জন্য পেস্টোব্যান জলের সঙ্গে ১ঃ১০ অনুপাতে মিশিয়ে গায়ে এবং বাসস্থানে স্প্রে করে দেবেন

পি পি আর

গোট পক্স

POXVAC

# টিকাকরণ ঃ

✓ গোট পক্স ভ্যাক্সিন - ১ম টিকা ৩ মাস বয়সে, তারপর বছরে ১ বার

✓ ডোজ ১ মিলি প্রতিটি ছাগলকে চামড়ায় তলায় ইনজেকশন, এমনকি গর্ভাবস্থায়ও দেওয়া যায়

✓ পি. পি. আরঃ ভ্যাক্সিন - যে কোন বয়সে একবার এই টিকা দিলে ৩ বছর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে

✓ ডোজ- ১ মিলি চামড়ার তলায় ইনজেকশন

✓ এই দুটি টিকা অবশ্যই করাবেন এবং খামারের সব ছাগলকে একই সময় একই দিনে করাবেন

ধন্যবাদ